৩১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ ...

ধারাবাহিক ■ ৯

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

পদ্ধতিটি নির্ভুল করা যায়নি। তাই প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শিশু জরিপ সঠিকভাবে পরিচালনা করে মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের স্বার্থে অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করি।

সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়গৃহ ও আসবাবপত্রের সর্বোত্তম ব্যবহারের অভাব সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে আরও এক অন্তরায়।

আবদুল আজিজ চৌধুরী

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য যে গৃহ ও আসবাবপত্রের সংস্থান আছে তাতে দুই পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীকে প্রথম পর্যায়ে এবং অন্য শ্রেণীগুলোতে দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে গৃহ সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস করা যেতে পারে। তদুপরি প্রতি বছর যদি একটি মাত্র শ্রেণী সংযোজন করে ৫ বছরের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়, তাহলে এ সঙ্কট থেকে উত্তরণ কঠিন হবে না। প্রথম বছর সকল স্কুল গমনোপযোগী বয়সের (৬ হতে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত) শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হলে কেবলমাত্র ১ম শ্রেণীতেই সকল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। অন্যান্য শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে তেমন কোন তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা অন্যান্য শ্রেণীতে পূর্ববর্তী নিম্নশ্রেণী হতে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পূর্ববর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

বর্তমান স্কুলগৃহের সঙ্গে একটি করে কক্ষ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সহযোগিতায় ও সরকারী অনুদানে নির্মাণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হলে এ সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। অথচ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য পুনর্নির্মাণ ও মেরামত খাতে বর্তমানে যে আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয়, তার দ্বারা অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় দালান-কোঠা তৈরি বাবদ যে সিংহভাগ টাকা ব্যয় হয়, তার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতির পরিবর্তে ঠিকাদার শ্রেণীর ভাগ্যের উন্নতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। দালান-কোঠা নির্মাণের দ্বারা যখন প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কোনরূপ উন্নতি বা অগ্রগতি সাধিত হয়নি ভবিষ্যতেও সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মিত বিদ্যালয় গৃহের দ্বারা কোন উন্নতি বা অগ্রগতি সাধিত হবে না বলেই মনে করি। সুতরাং বিদ্যালয় গৃহের জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়নের অর্থ যাতে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে ব্যয় করে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা যায়, সেজন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে অপরিহার্য বলে মনে করি। সমাপ্ত